অষ্টম অধ্যায় ঃ মাযারে মানত

আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে বা তাঁদের নামে মানত করা জায়েয

অলী-আল্লাহগণের নামে বা তাঁদের পবিত্র রূহের জন্য উরস উপলক্ষে যে নযর, বা শিরনী মানত করা হয়, তার অর্থ নযরানা ও হাদিয়া। ইহাকে উরফী মানত বলা হয়। আর একটি শরয়ী নযর বা মানত আছে- যা কেবল আল্লাহর জন্যই করা যায়। উহাকেই শরীয়তের পরিভাষায় শরয়ী নযর বলা হয়। ঐ প্রকারের মানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান ও ইবাদত। কিন্তু অলীগণের উদ্দেশ্যে যে মানত করা হয়, উহা আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে উক্ত মানতের সাওয়াব ঐ অলীর রূহে পৌছানো এবং তাঁর দোয়া গ্রহণ করা। ইহাকে উরফী নযর বলে।

যেমন- কোন জীবিত বুযুর্গের খেদমতে কিছু নযরানা ও হাদিয়া মানত করা হয় তাঁর সম্মানের জন্য এবং তাঁর থেকে দোয়া গ্রহণ করার জন্য- অনুরূপ ভাবে ইনতিকালের পরেও অলীগণের খেদমতে ইছালে সাওয়াবের নিয়তে এবং তাঁর দোয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিছু মানত করা বৈধ ও জায়েয। সুতরাং আল্লাহর নামের মানত ও আউলিয়ায়ে কেরামের নামের মানতের মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য। আল্লাহর নামে যে মানত করা হয়, তা হচ্ছে নৈকট্য লাভ ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে- আর অলীগণের নামে যে মানত করা হয়, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সাওয়াব পৌছানো। আর একটি পার্থক্য হচ্ছে- আল্লাহর নামে মানতের বস্তু ফকির মিসকিন ছাড়া ধনীরা খেতে পারবেনা। কিন্তু অলী-আল্লাহ্গণের নামে মানতের বস্তু সকলেই খেতে পারবে। উদাহরণ স্বরূপ- যদি কেহ এই কথা বলে মানত করে যে, আমার অসুখ ভাল হলে আমি হযরত শাহজালালের (রহঃ) মাযারে অথবা আজমীর শরীফের খাজা বাবার (রহঃ) দরগাহ্তে একটি গরু জব.ই করবো- তাহলে তা খাওয়া জায়েয (হাদিকাতুন নাদিয়া দ্রষ্টব্য)। কেননা, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- আমি আল্লাহর ওয়াস্তে একটি গরু অমুক অলীর মাযারে যবাই করবো- যার সাওয়াব পৌঁছবে উক্ত অলীর রূহে; আর গোস্ত খাবে উপস্থিত সকলে। আরও একটি উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন, কোন রোগী ডাক্তারকে বললো "আমার রোগ ভাল হলে আপনাকে পঞ্চাশ টাকা নযরানা দেয়া হবে।" উক্ত বাক্যের মধ্যে 'নযরানা' শব্দটি মানত অর্থে যেভাবে আরবীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তদ্রুপ হাদিয়া ও বখ্শিষ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। (হাদিকাতুন নাদিয়া)। উর্দু ও ফার্সী ভাষায় 'নযরানা' ও 'নযর'- শব্দ দুইটি হাদিয়া হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। হাদিয়া শুধু জায়েযই নয়- বরং সৌজন্য এবং ভদ্রতার পরিচায়কও বটে।

www.sunnibarta.com

কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বা সম্মাণিত ব্যক্তির খেদমতে যাওয়ার সময় কিছু হাদিয়া নিয়ে যাওয়া সুন্নাত। আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফের সুরা মুজাদালার মধ্যে নবী করীম (দঃ)-এর দরবারে যাওয়ার জন্য প্রথম দিকে হাদিয়া নিয়ে যাওয়া ফরয করে দিয়েছিলেন। পরে উক্ত আয়াতের ফরয নির্দেশটি মান্‌সুখ বা রহিত করে সেটাকে মোস্তাহাব বা সৌজন্য মূলক হাদিয়া হিসাবে নির্ধারিত করে দেন। এতেও প্রমানিত হলো যে, কোন বুযুর্গের (জীবিত-মৃত) খেদমতে যাওয়ার সময় কিছু না কিছু হাদিয়া নিয়ে যাওয়া উত্তম। কেননা, তাঁরা নবীজীর নায়েব। জীবিত হলে তিনি নিজে উহা ব্যবহার করবেন, অথবা বন্টন করবেন; আর ইনতিকালপ্রাপ্ত হলে মাযারে উপস্থিত ব্যক্তিগণ তা ভোগ করবেন এবং উহার সাওয়াব মাযারস্থ অলীর রুহে পৌছবে।

এইজন্যই বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছে-

১নং দলীল ঃ

بِاَنْ تَكُوْنَ صِيْغَةُ النَّذْرِ لِلّٰهِ تَعَالٰى لِلتَّقَرُّبِ اِلَيْهِ وَيَكُوْنَ ذِكْرًا لِلشَّيْخِ مُرَادًا بِهٖ فُقَرَاءُهٗ- (كِتَابُ الصَّوْمِ بَحْثُ اَمْوَاتٍ)

অর্থাৎ "নযর বা মানত শব্দটি আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু অলী-আল্লাহর নাম উল্লেখের উদ্দেশ্য হবে মাযারে অবস্থানকারী ফকির ও মিসকিনগণ"।

অর্থাৎ- খাবে মিসকিনগণ; কিনতু সাওয়াব পাবেন মাযারস্থ অলী আল্লাহগণ (কিতাবুস সওম বাহাছ আমওয়াত- ফতোয়া শামী)।

প্রমাণিত হলো- নযর শব্দটি অলীদের বেলায়ও ব্যবহার করা যায়- যার অর্থ নিয়ায বা নযরানা।

২নং দলীলঃ কবরস্থ কোন ব্যক্তি বা বুযুর্গের নামে কিছু মানত করার প্রমাণ হাদীস শরীফেও পাওয়া যায়। যেমন- মদিনা শরীফের বাসিন্দা সাহাবী হযরত ছাআদ ইবনে মুয়ায (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে এসে আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মা ইনতিকাল করেছেন। আমি কোন্ জিনিস হাদিয়া বা মানত করলে আমার মায়ের রূহের আছানী হবে? নবী করীম (দঃ) এরশাদ করলেনঃ "একটি কুপ খনন করে জনসাধারনের জন্য দান করে দাও"। হযরত ছায়াদ (রাঃ) তাই করলেন এবং বললেনঃ هٰذَا لِاُمِّ سَعْدٍ অর্থাৎ "এই কুয়াটি ছাআদের মায়ের উদ্দেশ্যে দান করা হলো"।

এতেই মৃত ব্যক্তির রূহে সাওয়াবের নিয়তে কিছু দান করার মানত করা জায়েয বলে প্রমাণিত হলো। (মিশ্‌কাত) আরও বিস্তারিত দলীল অনুসন্ধান করুন- আমার লিখিত "ইসলাহে বেহেস্তি জেওর" গ্রন্থে।

www.sunnibarta.com